بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৮-১২/০২ | শুক্রবার, ১৭ জিলহাজ্জ, ১৪৩৮ হিজরী | ০৮/০৯/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর পরিচালিত নৃশংস গণহত্যা এবং হাসিনা সরকার কর্তৃক খুনী মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ সামরিক অভিযানের প্রস্তাবের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর সমাবেশ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ (০৮/০৯/২০১৭) বাদ জুমু'আ ঢাকা শহরজুড়ে এবং চট্টগ্রামে বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সংগঠনের সদস্যগণ এতে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেন:

- বক্তৃতায় মিয়ানমার সরকার কর্তৃক পরিচালিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর চলমান বর্বরতম আগ্রাসন ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানো হয়।
- হাসিনা সরকার কর্তৃক আশ্রয়প্রার্থী নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনদেরকে সহসাই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না দেয়ার এবং তাদেরকে মিয়ানমারের নরকে ফেরত পাঠানোর তৎপরতার নিন্দা জানানো হয়।
- এবং আরাকানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যারত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে শেখ হাসিনা সরকারের যৌথ সামরিক অভিযানের প্রস্তাবকে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করা হয়।
- বক্তাগণ জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান যেন তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের সামরিক বাহিনীর যেকোন ধরনের যৌথ সামরিক অভিযানে অংশগ্রহনকে সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং রুখে দাঁড়ায়।
- বক্তাগণ দেশের মুসলিমগণ, বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, সচেতন ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদগণ, এবং ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরও আহ্বান জানান যেন তারা হাসিনা সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে অংশগ্রহন করেন, যা মিয়ানমার সরকারের নিষ্ঠুর ও বর্বর নির্যাতনের হাত থেকে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের উদ্ধার করবে।

হে মুসলিমগণ!

তলোয়ার, চাপাতি ও বন্দুক দ্বারা সজ্জিত রাখাইন বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের সাথে নিয়ে খুনী বার্মিজ সেনারা নিষ্পাপ নিরস্ত্র রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর গণহত্যা, ধর্ষণ, অঙ্গচ্ছেদ, অগ্নিসংযোগ, সদ্যজাত শিশুকে খণ্ডিত করে হত্যার মতো নৃসংশতা চালিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং পলায়নরত নিরস্ত্র নারী-শিশু-বৃদ্ধদের উপর মর্টার ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ করছে এবং যাতে তারা ফেরত আসতে না পারে সেজন্য সীমান্তে স্থল মাইন স্থাপন করছে। এবং নির্দয় হাসিনা সরকার, গুলিবিদ্ধ, আহত ও বিপদগ্রস্ত এসব মুসলিমদের সহসাই আশ্রয় না দিয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও পরিবেশের জন্য হুমকি আখ্যা দিয়ে তাদেরকে খুনী মিয়ানমার বাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে ও সীমান্তে স্থলমাইনের দিকে ফেরত পাঠাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশের তোয়াক্কা করছে না।

"অবশ্য যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" [সূরা আল-আনফা'ল : ৭২]

এখানেই শেষ নয়, হাসিনা সরকার আরাকানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যাকারী মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানের মাধ্যমে সামরিক সহযোগীতার প্রস্তাব দিয়ে তার বিশ্বাসঘাতক ও ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। গত ২৮/০৮/২০১৭, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের হত্যাকারী মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশগ্রহনে আগ্রহের কথা জানায়। শেখ হাসিনার কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো আর কি আশা করতে পারি যে কিনা কাশ্মিরের মুসলিমদের বিরুদ্ধে নৃশংসতায় ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু মুশরিক ভারতের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কথা জানায়।

সুতরাং, এই বিশ্বাসঘাতক ইসলামবিরোধী সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদের করুণ অবস্থার অবসান হবে না। এই সরকার রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না কারণ তারা ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের একবিন্দুও পরোয়া করে না। তাছাড়া, প্রতিবার আক্রমনের পর রোহিঙ্গা মুসলিমদের বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় দেয়াও কোন কার্যকরী সমাধান নয়; মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মাহ্ কোন উদ্বাস্তু উম্মাহ্ নয় যে তারা আশ্রয়ের আশায় ভূ-মধ্যসাগর কিংবা বঙ্গোপসাগরে রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায় ভেসে বেড়াবে কিংবা ডুবে

মরবে। বরং, মুসলিমদের রক্ষাকবচ খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত সমাধান নিহিত, যা তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদাকে পুনস্থাপিত করবে। সুতরাং, রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করতে হলে খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করতে হবে, যা মুসলিমদের শত্রু মিয়ানমার সরকার ও হিংস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কবল থেকে আরাকানকে মুক্ত করবে। তাই, আপনাদেরকে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিকট দাবী জানাতে হবে যেন তারা এই সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এবং এই দাবীকে সেই সকল সামরিক অফিসারদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে যারা আপনাদের পরিচিতজন, পরিবারের সদস্য, আত্মীয় কিংবা বন্ধু...তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহন করে, এবং এই চাপকে বাড়াতে হবে। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই স্বমূলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবে এবং এটাই একমাত্র কার্যকরী ও স্থায়ী সমাধান। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

“ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলিমরা জিহাদ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।” [সহীহ্ মুসলিম]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ